দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 OCT 1988
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭
22

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

একজন শিক্ষকের আন্তম আবেদন

যৌতুক প্রথা সমাজের বিষ-ফোঁড়া। যৌতুক দিতে অক্ষম হওয়ায় বহু মেয়ের জীবন অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে। সকলেই এই কালব্যাধি হইতে মুক্তি চায়। কিন্তু মুক্তির পরিবর্তে অক্টোপাসে আবদ্ধ হইতেছে। যাহার বিবাহ-যোগ্য একাধিক কন্যা আছে তিনি চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটান। মুসলিম মেয়ে বিবাহের পরেও পৈতৃক সম্পত্তি পায়। এমতাবস্থায় যৌতুক দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

সরকার যৌতুক প্রথা বিলুপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কার্যকরী হইতেছে না।

...আমি একজন নবতিপর বৃদ্ধ। আমার যৌবন বয়সে দেখিয়াছি পাত্রী পক্ষ দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত হইলে পাত্রপক্ষ বিবাহ উৎসবের জন্য পাত্রীপক্ষকে খাসী, দুধ, চাউল ইত্যাদি সরবরাহ করিত। আজ উল্টা হইয়াছে। আমি এখন মৃত্যুর দুয়ারে অবস্থান করিতেছি,-আজরাইল মনে হয় আমার খুব নিকটে। কিন্তু আমার এলাকার বহু কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার দুঃখ দেখিয়া এই বয়সেও আমার চোখে পানি আসে। কাজেই অন্তিমকালে সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়া যাই, যৌতুক প্রথা কঠোর হস্তে দমন করুন।

—মোঃ আনোয়ার আলী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ শিবপুর, নরসিংদী।

সিঙ্গুয়া স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র চাই

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার সিঙ্গুয়া হাই স্কুলটি অতি পুরাতন। স্কুলের ফলাফল ভাল। এলাকার শিক্ষানুরাগীদের দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রেক্ষিতে সিঙ্গুয়া হাইস্কুলে এস এস সি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কথা থাকিলেও আজ পর্যন্ত তাহা হয় নাই। এখানে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম শেখ, গ্রাম ঃ বাঘুয়া, পোঃ সিঙ্গুয়া, কাপাসিয়া, গাজীপুর।